আয় বৈষম্য নিরসন

আয় বৈষম্য পরিস্থিতিঃ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৈষম্য দূরীকরণ যে কোন দেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনায় অনেক উন্নতি সাধন করেছে। এই প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ এর তথ্য অনুযায়ী সর্বনিম্ন আয়সীমার ৫ শতাংশ মানুষের আয় মোট জাতীয় আয়ের ০.২৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে সর্বোচ্চ আয় সীমার ৫ শতাংশ মানুষের আয় মোট জাতীয় আয়ের ২৭.৮৯ শতাংশ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক (২০১০-২০১৫) পরিকল্পনায় আয় বৈষম্যকে মোকাবেলা করার জন্য কিছু কৌশল ও পলিসি গ্রহণের পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: কর্মপরিধি, উৎপাদনশীলতা ও বেতন বৃদ্ধি, মানব মূলধনের উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণের প্রসার ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ঋণ প্রদান বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি ও কার্যক্ষমতা উন্নয়ন; স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে সরকারি ব্যয়ে সংস্কার এবং ট্যাক্স খাতে সংস্কার। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) আয় বৈষম্য বৃদ্ধির হার-কে বিপরীত মুখী অর্থাৎ হ্রাস করার লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভোগ ব্যয় বৈষম্যের জিনি অনুপাত ২০১০ সালের ০.৩২ হতে ২০২০ সালে ০.৩১ এ হ্রাস এবং আয় বৈষম্যের জিনি অনুপাত ২০১৯ সালের ০.৪৫৮ হতে হ্রাস করে ২০২০ সালে ০.৪৫০-তে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশের রয়েছে গর্ব করার মত সাফল্য। ১৯৭০ এর দশকে যেখানে দারিদ্রের হার ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ, ২০১০ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশে এবং ২০১৮ সালে তা হয়েছে ২১.৮ শতাংশ। "দ্যা স্পেকটেটর ইনডেক্স" এর তথ্য অনুযায়ী বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে শীর্ষে অবস্থান করছে, যা এক বিরল অর্জন। ২৯ আগষ্ট ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশ এর জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮৮ শতাংশ, চীন এর ১৭৭ শতাংশ, ভারত এর ১১৭ শতাংশ , ইন্দোনেশিয়ায় ৯০ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৭৮ শতাংশ হারে। দারিদ্র্য দূরীকরণের সমান্তরালে সরকার আয় বৈষম্য দূরীকরণেও যথাযথভাবে মনোযোগ দিয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়কে সুরক্ষিত রাখার জন্য সরকার অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে অঞ্চল ভিত্তিক আয় বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচেছ।
বর্তমানে আয় বৈষম্যের যে চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের সামনে রয়েছে, চীন এবং ভারতের মত বৃহৎ অর্থনীতিও একইভাবে ক্রমবর্ধনশীল আয় বৈষম্যের চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। সম্পদ এবং মানব সক্ষমতার বিষয়টি যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে অসমভাবে উপস্থিত থাকে, বাজার অর্থনীতিতে তাই উন্নয়নের সুফলও যে শ্রেণিটি সম্পদ ও সক্ষমতায় অগ্রসর তাদেরকে বেশি লাভবান করে। দীর্ঘ মেয়াদী আয় বৈষম্য হ্রাস করার কৌশলের ক্ষেত্রে তাই এই প্রারম্ভিক বৈষম্য হ্রাসের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া সহজে ঋণপ্রাপ্তি, সামাজিক অন্তর্ভূক্তি এবং আর্থিক নীতির যথাযথ প্রয়োগও বৈষম্য দূর করার কার্যকর কৌশল হিসেবে সরকার বিবেচনা করছে।

"ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট ২০১৮" অনুসারে সমগ্র বিশ্বেও বিগত কয়েক দশকে আয় বৈষম্য প্রকট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, শীর্ষ আয়স্তরের ১০% ব্যক্তির অর্জিত সম্পদ মোট জাতীয় আয়ের শতকরা হার হিসেবে ইউরোপে ৩৭%, চীনে ৪১%, রাশিয়াতে ৪৬%, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে ৪৭%, ব্রাজিল, ভারত ও আফ্রিকাতে প্রায় ৫৫% এবং মধ্যপ্রাচ্যে ৬১%। এই তথ্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আয় বৈষম্যের একটি চিত্র প্রতিফলিত করে। এছাড়া,

বিশ্বে যেসব দেশে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে, সেসব দেশেও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এরমধ্যে ভারতে জিনি সূচক এর মান অনুযায়ী ০.৫১ (২০১৩), চীনে ০.৪৭৪ (২০১৮), যুক্তরাষ্ট্রে ০.৪৯ (২০১৭), রাশিয়াতে ৩৭.৭ (২০১৫), চিলিতে ০.৪৭ (২০১৭) মেক্সিকোতে ০.৪৬ (২০১৭) আয় বৈষম্য নিরুপিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেৎস (১৯৫০-৬০) আয় বৈষম্যের একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন, যা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কুজনেৎস এর তত্ত্ব অনুসারে যখন একটি অর্থনীতি উন্নয়নের ধারায় চলতে থাকে তখন বাজার শক্তির কারণে প্রথমদিকে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে তা হ্রাস পেতে থাকে। এই প্রবণতাকে লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তা একটি ইনভার্টেড ইউ (inverted U) আকার ধারণ করে।

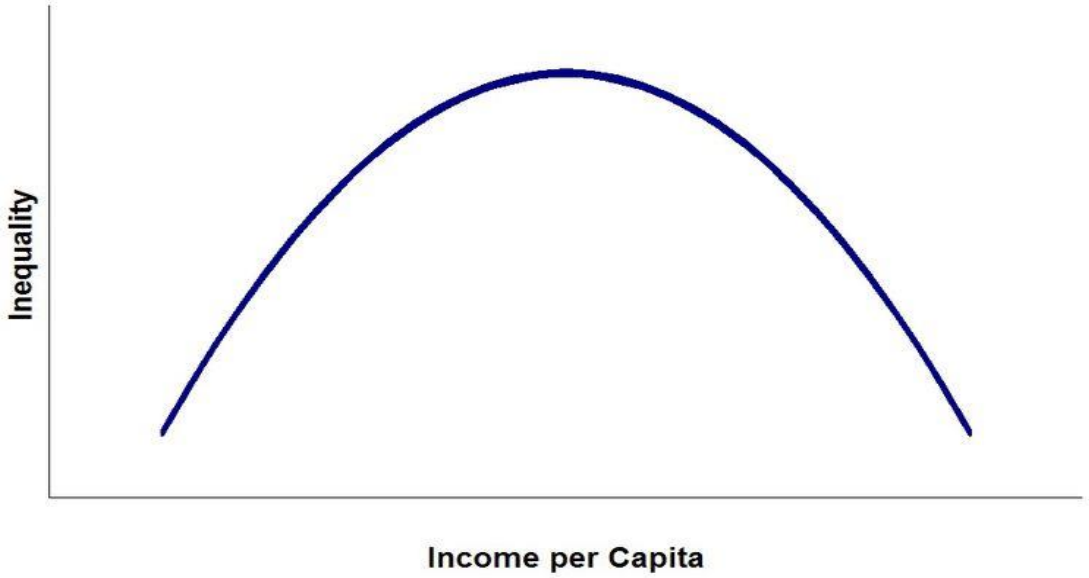

বাংলাদেশে বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ধারা চলমান রয়েছে তা ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকের শিল্পায়ন ও কৃষির যান্ত্রিকীকরণের আলোকে কুজনেৎস প্রদত্ত তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিল্পায়নের ফলে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু যখন নগরের দিকে ধাবিত হয়, অভ্যন্তরীণ অভিগমনের মাধ্যমে নগরের সাথে গ্রামাঞ্চলের মানুষের এক ধরনের আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু কুজনেৎস এর মতে, পরবর্তীতে শিল্পায়ন, গণতন্ত্রায়ন ও কল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে জনগণ ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির সুফল লাভ করবে এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দ্বারা আয় বৈষম্য হ্রাস পাবে।

আয় বৈষম্য নিরসনে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ

সাধারণ জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন তথা আয় বৈষম্য নিরসনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দারিদ্র্য বিমোচনে এবং বৈষম্য হ্রাসকরণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মূল শ্রেণিভিত্তিক কর্মসূচিগুলো হলো: (ক) শিশুদের জন্য কর্মসূচি, (খ) কর্ম উপযোগী নাগরিকদের জন্য কর্মসূচি, (গ) বয়স্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা, (ঘ) প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি এবং (ঙ) ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচি। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে। এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ও প্রসার বিবেচনায় এর ব্যয় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ ২০২০ সালে জিডিপি'র ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

JUKI

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানঃ

আয় বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয় ধারাবাহিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি খাতে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করে আসছে। এ খাতের কার্যক্রমসমূহের ভাতার হার ও উপকারভোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর এ বাবদ বরাদ্দের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬৪,১৭৭ কোটি টাকা, যা চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪,৩৭৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৪.২১% এবং জিডিপি'র ২.৫৮%। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ৫.১৯ কোটি উপকারভোগীর জন্য ২৯৪৬.৪০ কোটি টাকা প্রদানের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ

অবহেলিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৪০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমান অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ বৃদ্ধি করে ৪৪ লক্ষ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২৬৪০.০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ২২.১২%। জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১৯৯৮-৯৯	১০০/-	৪.০৪	৪৮.৫০
২০০১-০২	১০০/-	৪.১৭	৫০.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	১৬.০০	৩৮৪.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	২২.৫০	৮১০.০০
২০১৪-১৫	৪০০/-	২৭.২৩	১৩০৬.৮০
২০১৮-১৯	৫০০/-	৪০.০০	২৪০০.০০
২০১৯-২০	৫০০/-	৪৪.০০	২৬৪০.০০

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা/দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ

চলতি অর্থবছরে মোট ১৭ লক্ষ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ জন। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণও আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৮০.০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট বরাদ্দ ১০২০.০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ২১.৫৫%। প্রতি দুঃস্থ মহিলাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হয়।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা/দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১৯৯৯-২০০০	১০০/-	২.০৮	২৫.০০
২০০২-০৩	১২৫/-	২.৬৭	৪০.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	৬.৫০	১৫৬.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	৯.২০	৩৩১.২০
২০১৪-১৫	৪০০/-	১০.১২	৪৮৫.৭৬
২০১৮-১৯	৫০০/-	১৪.০০	৮৪০.০০
২০১৯-২০	৫০০/-	১৭.০০	১০২০.০০

দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ

২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলতঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আগে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হতো। গত অর্থবছর থেকে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া, ভাতা প্রদানের মেয়াদও ২৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৩৬ মাস করা হয়েছে। পাশাপাশি ভাতা গ্রহিতার সংখ্যা ৭ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৭.৭০ লক্ষ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে ৭৬৩.২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০০৭-২০০৮ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৪১.৩২%।

দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৭-০৮	৩০০/-	০.৪৫	১৭.০০
২০০৯-১০	৩৫০/-	০.৮০	৩৩.৬০
২০১৪-১৫	৫০০/-	২.২০	১৩২.০০
২০১৮-১৯	৮০০/-	৭.০০	৬৯৩.০০
২০১৯-২০	৮০০/-	৭.৭০	৭৬৩.২৭

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ

২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস এলাকা এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। ইতঃপূর্বে একজন মা মাসে ৫০০ টাকা করে ২৪ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা পেতেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ভাতার পরিমাণ ও মেয়াদ দু'টিই বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে একজন মা মাসে ৮০০ টাকা করে ৩৬ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা পান। তাছাড়া, ভাতাভোগীর সংখ্যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ২৫ হাজার বৃদ্ধি করে ২.৭৫ লক্ষ করা হয়েছে।

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে ২৭৩.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১০-২০১১ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩১.৮০%।

"কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা" কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমানঃ

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০১০-১১	৩৫০/-	০.৬৮	৩০
২০১৪-১৫	৫০০/-	১.০০	৬০.০০
২০১৮-১৯	৮০০/-	২.৫০	২৪৮.৫০
২০১৯-২০	৮০০/-	২.৭৫	২৭৩.১১

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানউন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধারা মাসিক ১২ হাজার টাকা করে সম্মানী পাচ্ছেন। এছাড়া, একই হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩৫ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের ২৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের ২০ হাজার টাকা এবং বীর প্রতিকদের ১৫ হাজার টাকা করে মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতার পাশাপাশি ২ হাজার টাকা করে বাংলা নববর্ষ ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,৩০৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩,৩৮৫.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০০১-২০০২ সালের বরাদ্দ হতে বর্তমান অর্থবছরের বরাদ্দের গড় বৃদ্ধির হার ৩৭.৫৪%। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদানের কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০১-০২	৩০০/-	০.৪২	১৫.০০
২০০৬-০৭	৫০০/-	১.০০	৬০.০০
২০০৮-০৯	৯০০/-	১.০০	১০৮.০০
২০০৯-১০	১৫০০/-	১.২৫	২২৫.০০
২০১০-১১	২০০০/-	১.৫০	৩৬০.০০
২০১৩-১৪	৩০০০/-	২.০০	৭২০.০০
২০১৪-১৫	৫০০০/-	২.০০	১২০০.০০
২০১৮-১৯	১০,০০০/-	২.০০	৩৩০৫.০০
২০১৯-২০	১২,০০০/-	২.০০	৩৩৮৫.০৫

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও বর্তমান সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৯৫.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৭.৭৫ কোটি টাকা এ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতাঃ

সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বসবাসরত এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসব প্রতিষ্ঠানে নিবাসী শিশুদের খোরাকী ভাতা হিসেবে ৫৪.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ

সরকারি এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বসবাসরত এতিম শিশুদের কল্যাণে সরকার সহায়তা করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসেবে এ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে ৯৮ হাজার এতিম শিশুর জন্য ১০৩.৬৮ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়।

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে প্রাথমিকভাবে ৭টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। এছাড়া, এসব সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের সরকার উপবৃত্তি প্রদান করছে। বর্তমানে জনপ্রতি প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১,২০০ টাকা করে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে সরকার কাজ করছে। হিজড়াদের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭ হাজার হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ১১.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

ওএমএস কর্মসূচিঃ

নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১.২১ কোটি দরিদ্র মানুষকে ওএমএস কর্মসূচির আওতাভুক্ত রেখে ৮৩২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিটি চালু করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কাবিটার জন্য চলতি অর্থবছরে ৭২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ভিজিডিঃ

ভিজিডি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের একটি সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। দুঃস্থ ও অসহায় এবং শারীরিকভাবে সক্ষম মহিলাদের উন্নয়ন স্থায়ীত্বের জন্য খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মসূচির উপকারভোগীরা ১০০% মহিলা। এ কর্মসূচির জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৬৮৫.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশব্যাপী ৩.৭৪ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে।

ভিজিএফঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষদের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে চাল ২ হতে ৫ মাস পর্যন্ত প্রদান করা হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্যের অনুকূলে ১,৭৩০.৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

জিআরঃ

দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে জিআর (চাল) সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ১.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ রাখা হয়। টাকার হিসেবে এ বরাদ্দের মূল্যমান ৫৪০.৮৮ কোটি টাকা।

অতি দরিদ্র্যদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ

বছরের কর্মহীন সময়ে অতি দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন এবং যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূলত কর্মহীন ও আপদকালীন সময়ে অতি দরিদ্র মানুষের জীবিকা নির্বাহের বিকল্প হিসেবে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে এটি চালু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় বছরের দু'টি পরিবারের কর্মহীন সময়ে দু'বারে ৪০ দিন করে মোট ৮০ দিন অতি দরিদ্র্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.২৭ লক্ষ অতি দরিদ্র্যদের কর্মসংস্থানের জন্য ১,৬৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্পঃ

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নানা ধরনের ভাতা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যেই সরকার তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেনি। অধিকন্তু সরকার বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে মোট ৭৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬৩টি চলমান প্রকল্প এবং অবশিষ্ট ১০টি প্রকল্প নতুন সংযোজন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৭,৯৯৯.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প, গৃহায়ন তহবিল এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাভুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক 'একটি বাড়ি একটি খামার ও সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়' প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা যেমন- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং বিভিন্ন এনজিও (ব্র্যাক, আশা, ব্যুরো বাংলাদেশ, কারিতাশ, এসএসএস, শক্তি ফাউন্ডেশন, টিএমএসএস, প্রশিকা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ ইত্যাদি) কর্তৃক বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন করে আয় বৈষম্য হ্রাস করতে অবদান রাখছে।

নারীর ক্ষমতায়নঃ

বিশ্বায়নের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারায় অভূতপূর্ব গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে, যার সুফল সর্বোচ্চ এবং সর্বজনিনকরণে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের কোন বিকল্প নেই। এ কারণেই বর্তমান সরকার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। এ ক্ষেত্রে সরকারের ঈর্ষণীয় সাফল্যও রয়েছে। বিশেষত নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব সমাজে প্রশংসিত হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদন মোতাবেক পুরুষের তুলনায় নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে ২০০৬ সালে ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম এবং ২০১৮ সালে ১৪৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৮তম। বর্তমানে জেন্ডার গ্যাপ সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ শীর্ষস্থানে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে মালদ্বীপ (১১৩), ভারত (১০৮), শ্রীলংকা (১০০), নেপাল (১০৫), ভূটান (১২২), এবং পাকিস্থান (১৪৮)তম অবস্থানে রয়েছে। সমতুল্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রাজ্ঞ দিক নির্দেশনা এসব অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এর স্বীকৃতিস্বরুপ তিনি সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি Global summit of women-এর পক্ষ হতে ২০১৮ সালে Global Women's Leadership Award প্রাপ্ত হয়েছেন।

নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করে তাদেরকে দেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। নারী-পুরুষ সমতা অর্জনকে বেগবান করতে সমতুল্য কাজে নারী-পুরুষভেদে মজুরি বৈষম্য কমানো, সরকারের উচ্চতর পদ এবং বেসরকারি খাতে ব্যবস্থাপনার উচ্চ সোপানে নারীর উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিটি অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নে গৃহীত নীতি, কৌশল, কার্যক্রম, নারী উন্নয়নে প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের অর্জন এবং বাজেটের কত অংশ নারী উন্নয়নে ব্যয় হবে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে নারী উন্নয়নে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৭,২৪৮ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩৭৭৪২ কোটি টাকা। অর্থাৎ বার্ষিক গড়ে প্রায় ২২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে নারী উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৬১২৪৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৩০.৮২ শতাংশ এবং জিডিপির ৫.৫৬ শতাংশ।